খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 46 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 6 June, 2025 ● ২২ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মুল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

একই দিনে ১০ টি প্রকল্পের উদ্বোধন সারলেন মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। ডঃ মানিক সাহার হাত ধরে একই দিনে ১০টি প্রকল্পের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জোর কদমে প্রয়াস চালাচ্ছেন মানিক সাহা ও তাঁর সরকার। উন্নয়নের গতি যাতে স্তিমিত না থাকে সেদিকেও বরাবরই নজর দাড়ি রাখা হচ্ছে। তাঁর আরও এক প্রমাণ মিলল এদিন। উন্নয়নকে সর্বস্পর্শী করে তুলতে রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও মহকুমায় গড়ে উঠছে উন্নত নাগরিকবান্ধব পরিকাঠামো। শিক্ষাঙ্গন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা শাসক অফিস কিংবা অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র- বুনিয়াদি সকল পরিকাঠামোকে আধুনিক মানসম্পন্ন করে তুলতে কুমারঘাট ও পেচারথল ব্লকে নিম্নোক্ত ১০ টি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এমনটাই সামাজিক মাধ্যমে লিখে জানিয়েছেন তিনি। এই ১০টি প্রকল্পের মধ্যে ৫ টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর ও একই দিনে স্থাপন করেছেন তিনি। যে প্রকল্প গুলো উদ্বোধন করা হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে, পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ব্যয় হবে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। শান্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভবন , ব্যয় হবে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। সোনাইমুড়ী হেল সাব-সেন্টার, ব্যয় হবে ৩০ লক্ষ টাকা। সাইদাবাড়ি হেল সাব-সেন্টার, যাতে ব্যয় হবে ৩০ লক্ষ। বেতছড়া হেল সাব-সেন্টার, ব্যয়: ৩০ লক্ষ। দেওভ্যালী হেল সাব-সেন্টার, ব্যয়: ৩০ লক্ষ। মাছমারা তহশিল কাছারী, ব্যয়: ৩০ লক্ষ। টুঙ্খুঙ্খ ব্রীজ, রতিয়াবাড়ী, ব্যয়: ৩৩.৯ লক্ষ। উত্তরপূর্ব কাঞ্চনবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ভবন , ব্যয়: ২০ লক্ষ। সায়েন্স ল্যাব এবং আর্ট ও ক্রাফ রুম, ভাটি দুধপুর হাই স্কুল, ব্যয়: ৪০.৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া যে সমস্ত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে , বেতছড়া হাই স্কুল ভবন। ব্যয়: ৮ কোটি ৫১ লক্ষ। মহকুমা শাসক অফিস, কুমারঘাট: ব্যয়: ৮ কোটি। মাল্টি পার পাস সেন্টার, সাধুচন্দ্রপাড়া: ব্যয় : ৬০ লক্ষ। মাল্টি পার পাস সেন্টার, সেবাচন্দ্রপাড়া: ব্যয়: ৬০ লক্ষ। অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্র, পেঁচারথল: ব্যায়: ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্প গুলোর কাজ অতি সত্বর শুরু হবে। বাকি যেগুলোর ভিত্তি প্রস্তর এখনো স্থাপন বাকি সেগুলি ও দ্রুততার সাথে কাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ভগবান দাস, মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ট্র্যাফিক দপ্তরের এসপি সুধাম্বিকা সহ অন্যান্যরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের উদ্যোগে তিন স্থানে ১২০টি গাছের চারা রোপণ

খবরে প্রতিবাদ, বক্সনগর প্রতিনিধি ৫ জুন,।। বহু বছর পর সিপিআইএম-এর অঙ্গসংগঠন যুব ও ছাত্র সংগঠন যৌথ ভাবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক ব্যতিক্রমী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করল।সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত নলচর বিধানসভা এলাকার রাজীব নগর পঞ্চায়েতের বগাবাসা সড়কের দুই পাশে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রায় ৩৫ টি ফলদ ও মূল্যবান গাছের চারা রোপণ করা হয়।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নলচর এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস গণ আন্দোলনের নেতা প্রণব দেবনাথ,যুব নেতা সুমন দে, ছাত্রনেতা তাপস দে, সজল দাস প্রমুখ।এইদিন একান্ত সাক্ষাতে তপন দাস জানান এই কর্মসূচির পরিকল্পনা কয়েকদিন আগেই নলচর দলীয় অফিসে করা হয়।যুব ও ছাত্র সংগঠন সম্মতি দেওয়ার পরেই তা বাস্তবায়নে যায়।এটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানি কতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের যুক্ত করে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে।অন্তত তিন বছর গবাদি পশু থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করতে নজরদারি থাকবে।একই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোনামুড়া হাসপাতাল রোড ও হাসপাতাল চত্বরে বৃক্ষরোপণ করা হয় যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে। সেখানে উপস্থিত থেকে পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন যুব সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা।উল্লেখযোগ্য যে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন তিনটি পৃথক স্থানে সোনামুড়া,নলচর ও মেলাঘর মোট ১২০টি ফল ও মূল্যবান গাছের চারা রোপণ করে।এই তিনটি কর্মসূচিতে ছাত্র ও যুব সংগঠনের সর্বমোট চল্লিশ জন কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।পরিবেশ রক্ষার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করে।স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এই গাছগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত হলে আগামী প্রজন্ম উপকৃত হবে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের।

কৈলাশহর হত্যা মামলার তদন্তে কড়া বার্তা পুলিশের

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। কৈলাসহরের রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত কালীশাসন চা বাগানে গাড়ি চালককে বেধড়ক ভাবে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনায় কৈলাসহর থানার পুলিশ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানান ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী। উল্লেখ্য, গত তেসরা জুন মঙ্গলবার দুপুরে কৈলাসহরের রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালীশাসন চা বাগানে বেপরোয়া ভাবে ওয়াগনার গাড়ি চালিয়ে এক চা বাগান শ্রমিক লগেন উরাংকে ধাক্কা দিয়ে ওয়াগনার গাড়িটি ড্রেনে পড়ে গিয়ে গাড়িটি এগুতে না পারায় গাড়ি চালক প্রদীপ দাস এবং গাড়িতে থাকা নির্মল দাস এবং দীপেন দেবনাথ এই তিন বন্ধু একসাথে দৌড়ে কালীশাসন চা বাগানের ভিতরে ঢুকে গিয়ে দীপেন দেবনাথ পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও গাড়ি চালক প্রদীপ দাসকে চা বাগানের ভিতরে পেয়ে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা বেধড়ক ভাবে পিটিয়ে হত্যা করে এবং ওয়াগনার গাড়িটিও আগুনে জ্বালিয়ে দেয় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। পরবর্তী সময়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ চা বাগানের ভিতরে গাড়ি চালক প্রদীপ দাসের মৃতদেহ পেয়ে আইনী প্রক্রিয়া চলাকালীন গাড়িতে থাকা নির্মল দাস চা বাগানের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পুলুশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরবর্তী সময়ে চৌঠা জুন বুধবার ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে গাড়ি চালক প্রদীপ দাসের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তোলে দেয় পুলিশ। অন্যদিকে, তেসরা জুন মঙ্গলবার ঘটনার রাতে গাড়ি চালক মৃত প্রদীপ দাসের বড় ভাই কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর পুলিশ মামলাটি রেজিষ্ট্রি করে তদন্ত শুরু করে এবং পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কালীশাসন চা বাগানের ম্যানেজার, রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজসেবী সহ চা বাগান শ্রমিকদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে। চা বাগান শ্রমিকদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করায় গোটা কালীশাসন চা বাগানের সমস্ত চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরী হয়। এই ক্ষোভের ফলে শ্রমিক এবং চা বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়। এই খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী পাঁচ জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে কালীশাসন চা বাগানে দিয়ে বাগানের সকল শ্রমিকদের সাথে এক বৈঠক করে। সেই বৈঠকে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কর্মী এবং কালীশাসন চা বাগানের ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কৈলাসহর থানার ওসি স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেন যে, তেসরা জুন মঙ্গলবার যখন গাড়ি চালককে হত্যা করা হয় এবং গাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন যদি সেই ঘটনা কেউ দেখে থাকে কিংবা সেই ঘটনায় যারা জড়িত রয়েছেন উনারা যদি স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে স্বীকার করে নেয় তাহলে বিষয়টা সাথে সাথেই সমাপ্তি হবে। আর, যতক্ষন অব্দি কেউ নিজে থেকে স্বীকার করবে না কিংবা পুলিশকে সাহায্য সহযোগিতা করবে না ততোক্ষণ অব্দি পুলিশ তদন্তের স্বার্থে চা বাগানের যে কাউকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাবে। বৈঠক শেষে ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান যে, তেসরা জুন মঙ্গলবার গাড়ি চালক প্রদীপ দাসের হত্যার ঘটনায় পুলিশ এখন অব্দি সমরজিত গোয়ালা এবং প্রেমজিত গোয়ালা নামে দুই চা বাগান শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া দুই চা বাগান শ্রমিককে পুলিশ ৫জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে কৈলাসহর আদালতে প্রেরণ করেছে। তবে, এই মামলায় আরও কয়েকজন চা বাগান শ্রমিকদের গ্রেফতার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৈলাশহর ধলিয়ারকান্দি থেকে গ্রেফতার এক রোহিঙ্গা

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। কৈলাসহর ইরানি থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে কৈলাসহর ধলিয়ারকান্দি ৫ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে এক রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে ইরানি থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার জানান যে নুর মোস্তফা ২০১৯ সালে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং সে হায়দ্রাবাদে থাকতো এবং সেখানে সে কাজ করত। বিগত কিছুদিন পূর্বে ভারতের কয়েকজন দালালের সাথে তার কথা হয়। এরপর সে কৈলাসহর ইরানি থানার অধীনে ধলিয়ারকান্দি ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল ওয়াহিদ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং সে সিদ্ধান্ত নেয় যে অবৈধভাবে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে যাবে। এই খবর ইরানি থানার পুলিশের কাছে আসার পর বুধবার রাত্রিবেলা আব্দুল ওয়াহিদের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালায় ইরানী থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে নুর মোস্তফা নামে ওই রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে পাশাপাশি বাড়ির মালিক আব্দুল ওয়াহিদেকেও গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে ইরানি থানার পুলিশ মামলাটির নম্বর হলো ১৭/২৫ পাশাপাশি ওরা দুজনকে বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা ইরানি থানার পুলিশ কৈলাসহর জেলা দায়রা আদালতে প্রেরণ করে।

সড়ক সংস্কারের দাবিতে গেইটে তালা ঝুলিয়ে দিল খেদাবাড়ির গ্রামবাসী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। সোনামুড়া থানার অন্তর্গত নলছড় ব্লকের খেদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ডে সড়ক সংস্কারের দাবিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ওএনজিসি-র (ONGC) মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। স্থানীয় জনগনের অভিযোগ ওএনজিসি-র একটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কাজের সময় ব্যবহৃত যানবাহন গুলি রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি করছে। সেই থেকে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। একাধিকবার অভিযোগ ও ডেপুটেশন দেওয়া সত্ত্বেও ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অবশেষে ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামবাসীরা ওএনজিসি অফিসের প্রবেশদ্বারে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি নতুন পদে আসা একজন ওএনজিসি আধিকারিক জানান গ্রামবাসীদের পূর্বে দেওয়া স্মারক লিপিগু লির কোনও নথি তারা পাননি,তবে খতিয়ে দেখবেন এবং বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনবেন।তবে গ্রামবাসীদের সাফ হুঁশিয়ারি যদি শীঘ্রই সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু না হয়,তাহলে ওএনজিসি-র কোনো যানবাহন খেদাবাড়ি গ্রামের ওই সড়ক ব্যবহার করতে পারবে না। প্রয়োজনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা নিলেও তারা তাদের দাবিতে অনড় থাকবেন।সড়ক সংস্কারের দাবিতে খেদাবাড়ি গ্রামবাসীদের এই রকম প্রতিবাদ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের দায়বদ্ধতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঋষ্যমুখ মন্ডলের নতুন কমিটির তালিকা প্রকাশ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। ৩৭ ঋষ্যমুখ মন্ডলের নতুন কমিটির তালিকা প্রকাশিত হলো গত মঙ্গলবার। ঋষ্যমুখ মন্ডলের সভাপতি নকুল পাল এই তালিকায় শিল মোহর দিল। মোট ৩১ জনের মন্ডল কমিটি গঠন করা হয়। তার মধ্যে সহ সভাপতি তিন জন, সাধারণ সম্পাদক দুই জন, তিন জন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পায়। এছাড়া এই মন্ডল কমিটিতে সাত জন মহিলা রয়েছে।বুধবার বিকেলে নতুন মন্ডল কমিটিকে নিয়ে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ঋষ্যমুখ মন্ডল কার্যালয়ে। সভাতে উপস্থিত ছিলেন ঋষ্যমুখ মন্ডলের সভাপতি নকুল পাল, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্য, প্রাক্তন বিধায়ক দীলিপ চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। উপস্থিত নেতৃত্বরা নতুন মন্ডল কমিটিকে সংবর্ধনা জানিয়ে অভিনন্দন জানান। আগামীদিনের সংগঠন এই নতুন কমিটির হাত ধরে আরো শক্তিশালী তেজি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন নেতৃত্বরা। এই সাংগঠনিক সভায় দেখা যায়নি বাদল - রাজু এই দুই জুটিকে। ঠাই হয় নি মন্ডলের নতুন কমিটিতে পদ হারাতেই নাকি এই সভায় আসতে নারাজ এমনটাই দলের অন্দরে খবর। নিগো থেকে শুরু করে বিভিন্ন তোল্লা আদায় এমনকি পাচারকারীদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে লেনদেনের বানিজ্যের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠে। এতোই টাকার লেনদেন যারফলে টাকা গোনার মেশিন পর্যন্ত কিনতে হয়েছে, যা নজরে পরেছে বিজেপি কার্য কর্তাদের। দুর্দিনের কার্য কর্তাদের বঞ্চিত রেখে নিজেদের আখের গোছা বানিয়ে ফেলেছে বাদল রাজু এই দুই জুটি যা কান পাতলেই এলাকার কার্য কর্তাদের মুখে শোনা যায়। নামে বেনামে জায়গা সম্পত্তি বাড়িয়েছে বলেও অভিমত অনেকের। এই অভিযোগের জেরে ডানা ছাটাই করলো বাদল রাজু জুটিকে। বাদল ভৌমিক ঋষ্যমুখ মন্ডলের সহ সভাপতি ছিল অপরদিকে রাজু নাথও ভেবেছিল ঋষ্যমুখ মন্ডলে স্থান পাবে। কিন্তু তা আর হয় নি। ঋষ্যমুখ মন্ডলে স্থান না পেয়ে বাদল রাজু একপ্রকার হতাশায় ভুগছে। রাজু নাথ দীর্ঘ দিন ধরে জেলা সম্পাদক থাকার কারণে সে ঋষ্যমুখ মন্ডল ও বিলোনিয়া মন্ডলের নিগোজিয়েশন সেই চালাচ্ছে এমনই বিজেপি অন্দরে খবর। সেই বাদল ও রাজুর ডানা ছাঁটা হতেই খুব খুশি বিলোনিয়া ও ঋষ্যমুখ বিজেপি অন্দরে।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বাংলা

‘অন্নদাতার মান’ কি কেবল ভাষণের বিষয় ?

পার্থ বিশ্বাস:-

আমরা মুখে বলি, “কৃষক আমাদের অন্নদাতা”। এই শব্দবন্ধটি শুধু একটি প্রচলিত বুলি নয়এটি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার, সভ্যতার ও অস্তিত্বের মূল ভিত্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি সত্যিই কৃষকের প্রতি সেই শ্রদ্ধাবোধটুকু মন থেকে ধারণ করি? নাকি শুধুই উৎসব-পার্বণে কিংবা কৃষক দিবসে কিছু গ্লানিমিশ্রিত বাক্য উচ্চারণ করেই দায় সেরে নিই? আজকের দিনে, যখন প্রযুক্তির অগ্রগতিতে শহর ও গ্রাম ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, তখনও কৃষক সমাজ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। ঋণের বোঝা, সঠিক দামে ফসল বিক্রির অনিশ্চয়তা, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ফসলহানি, আর সরকারি সহায়তার জটিলতায় আজ একজন কৃষক প্রতিদিন লড়াই করেন বেঁচে থাকার জন্য। আমরা যাদের ”অন্নদাতা” বলে সম্বোধন করি, তাঁদের অনেকেই দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত ঘুমানএটাই বাস্তবতা। আমাদের খাদ্য আসে মাঠ থেকে, সুপারমার্কেট থেকে নয়। সেই মাঠের মানুষদের জীবনের মান উন্নয়নে আমাদের মনোযোগ কতটুকু? সরকারী নীতিমালা, সহায়তা প্রকল্প, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণএই সমস্ত কিছুতে কৃষকের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন কি যথাযথভাবে ঘটছে? আজ আমাদের নিজেদের কাছে একবার জিজ্ঞেস করা দরকারআমরা কি শুধু ফসলের ফলনের খবরে আনন্দিত হই, না তার পেছনে যাঁরা দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনিতে রত, তাঁদের অবস্থার উন্নতিতে সত্যিকার কোনো ভূমিকা নিতে পারি? কৃষকের উন্নয়ন মানে কেবল অর্থনৈতিক নয়তা আমাদের মানবিক মূল্যবোধের পরীক্ষাও বটে। তাই আজ থেকেই অন্নদাতাকে কেবল ভাষণে নয়, বাস্তব কাজের মাধ্যমে সম্মান জানানো দরকার। কৃষকের পাশে দাঁড়ানো মানে নিজের ভবিষ্যৎকেই নিরাপদ করা। আজকের সম্পাদকীয় একটি প্রশ্নই রেখে যায়অন্নদাতার সম্মান শুধু মুখে, নাকি মনেও?’ আপনার উত্তরই আগামী দিনের দিশা নির্ধারণ করবে।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

হাঁটুর ব্যথায় কাতর ?

হাঁটুর ব্যথা মানেই তা বেশি বয়সের রোগ। এমনই ধারণা অধিকাংশের। তবে সাম্প্রতিক সমীক্ষা জানাচ্ছে, কম বয়সেই এই রোগে ভুগছেন অনেক। অফিসে একই জায়গায় দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকা, শরীরচর্চার অভাব মূলত এই ধরনের সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে।

কিন্তু হাঁটুব্যথা করছে বলেই তো রোজ ব্যথার ওষুধ খেতে পারবেন না। তাতে আরও নানা রকম শারীরিক সমস্যা বাড়বে। ফলে ঘরোয়া

কিছু উপায় বার করতে হবে, যাতে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। জীবনযাপনে কিছু বদল অনেক কষ্ট কমিয়ে দিতে পারে। আর সঙ্গে যদি থাকে ঘরোয়া কিছু টোটকা, তবে তো সমস্যাই নেই। কী করবেন নিয়মিত হাঁটুব্যথা হলে?

১) আগে বুঝতে হবে ব্যথার ধরন। কোনও চোট পেয়ে ব্যথা বেড়েছে, না কি আর্থরাইটিস তা বোঝার চেষ্টা করুন। যে কোনও ধরনের ব্যথাই অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় নিজে যত্ন নিলে। ব্যথার ধরন বুঝে উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করুন।

২) সব সময়ে চোট লেগেই ব্যথা হবে, এমন নয়। হাঁটুব্যথার একটি বড় কারণ হল ওজন। শরীরের ভার যত বাড়বে, হাঁটুর উপর তত চাপ পড়বে। তার থেকে ব্যথাও বেশি হবে। ওজন কমানোর সব রকম চেষ্টায় মন দিন। তাতে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে।

৩) হাঁটুতে এক বার ব্যথা হলে সহজে কমতে চায় না। তাই কিছু ব্যায়ামেরও সাহায্য নিন। তাতে ব্যথার হাঁটুর পেশি নমনীয় থাকবে। তা হলে ব্যথা কমতে কম সময় লাগবে। হালকা হাঁটাহাঁটি, সাইকেল চালানো কিংবা যোগব্যায়াম যে কোনওটিই করা যেতে পারে নিয়ম মেনে। তবে চোট লেগে থাকলে এ ধরনের ব্যায়াম শুরুর আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

৪) হাঁটুতে ব্যথার কারণ যা-ই হোক, ঠান্ডা-গরম সেঁক দিলে আরাম হবেই। তবে কখনওই সরাসরি বরফ দেওয়া ঠিক নয়। হয় কোনও আইস প্যাক ব্যবহার করুন কিংবা কোনও কাপড়ে বরফ বেঁধে নিন। ঠান্ডা সেঁক দেওয়ার পরে হালকা করে কোনও ব্যথার মলম লাগিয়ে রাখুন। আরাম হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আজকের উন্নত দেশগুলির অনেকেরই অর্থনৈতিক সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ সেই দেশগুলিতে ঘটা দ্রুত সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রভূত অগ্রগতি। তাই প্রায় প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের সরকারই শিক্ষা বিস্তারকে তাদের কর্মসূচির একবারে কেন্দ্রে স্থান দেয়। আমাদের দেশের সরকারও সেই দলেই পড়ে। বস্তুত, গত কয়েক দশকে যে দলই কেন্দ্রে সরকার গড়েছে, তারা প্রচুর সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করেছে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য।

এই সমস্ত প্রকল্পের দরুন আমাদের দেশের শিক্ষার মানচিত্রের কিছুটা উন্নতি হয়েছে ঠিকই (১৯৯১-তে সাক্ষরতার হার ছিল ৫২, যা ২০১১'য় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩), কিন্তু জনশুমারির তথ্য ভাল করে ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, এই উন্নতির ভাগীদার দেশের সমস্ত মানুষ সমান ভাবে হননি। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার নিরিখে উল্লেখযোগ্য অসাম্য বজায় রয়েছে। শিক্ষায় অসাম্য রয়ে গিয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে, এমনকি একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যেও। যে হেতু শিক্ষায় অসাম্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসাম্যকে চালিত করে, সে হেতু এই অসাম্য কী ভাবে আবির্ভূত হল এবং এর শিকড়টাই বা কোথায়, সেটা বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক সূচকের উপর (যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক বিশ্বাস, জন-পণ্য সরবরাহ, ভোগ এবং লিঙ্গ সমতা)। এই ধরনের গবেষণার পথিকৃৎ আমেরিকার এমআইটি-র অর্থনীতির অধ্যাপক ড্যারন অ্যাসেমোগ্লুর মতে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র ইত্যাদির উপর প্রভূত ছাপ ফেলতে পারে। অতএব মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, ভারতে আজ যে শিক্ষার অসাম্য দেখতে পাওয়া যায়, তার শিকড়ও কি ইতিহাসের গভীরে লুকিয়ে আছে?

সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে এই প্রশ্নটারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন আমেরিকার এক দল সমাজবিজ্ঞানী। শিক্ষার ক্ষেত্রে আজকের ভারতে যে ভিন্নতা লক্ষ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরও একটি ঘটনা ঘটে, যা তৎকালীন ভারতে মিশনারিদের প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে ওঠে। ১৮৫৮ সালে, সিপাহি বিদ্রোহের পর, ভারতের

করা যায়, ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ঔপনিবেশিক ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিস্তার এবং কার্যকলাপ তার ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে কি না।

ভারতে মিশনারি কার্যকলাপের প্রথম উল্লেখযোগ্য তরঙ্গ অনুভূত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ব্রিটিশ আধিপত্য শুরু হওয়ার ঠিক পরেই। প্রথম দিকে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসা মিশনারিদের সমস্ত কাজের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করেছিল, কারণ তারা একেবারেই চায়নি যে, মিশনারিদের কার্যকলাপের দ্বারা স্থানীয় ধর্মীয় ভাবাবেগ কোনও ভাবে আহত হোক। কিন্তু ১৮১৩-র পর এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে, যখন ইংল্যান্ডে জনরোষের প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানি তাদের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলিতে মিশনারিদের ধর্মান্তরিত করার অবাধ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। এর ফলেই বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মিশনারিরা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী চরিত্র হয়ে উঠতে শুরু

সার্বভৌমত্ব কোম্পানি থেকে ইংল্যান্ডের রানির হাতে চলে যায়। সেই সময় মহারানি ভিক্টোরিয়া ধর্মীয় নিরপেক্ষতার একটি সরকারি নীতি প্রণয়ন করেন, যাতে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের কার্যকলাপের পক্ষে যেমন কোনও পদক্ষেপ করবে না, তেমনই তাঁদের কার্যকলাপের বিরোধিতাও করবে না। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'-র এই নীতির মাধ্যমে ভারতে মিশনারিদের কার্যকলাপের প্রতি ইংল্যান্ডেশ্বরী পরোক্ষ সমর্থনই জানিয়েছিলেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের উপস্থিতি ভারতে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতত্ত্বের অন্যতম স্তম্ভ 'সোলা স্ক্রিপটুরা'-র (অর্থাৎ, 'কেবল বাইবেল-এর মাধ্যমে') নীতি অনুসারে, মানুষ কেবল বাইবেল পড়ার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কথা বুঝতে পারে, তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারে। তাই মানুষকে প্রথমে সাক্ষর হতে হবে, যাতে তারা বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারে। ফলস্বরূপ, শুরু থেকেই ভারতে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা সর্বজনীন সাক্ষরতার প্রচারে ধারাবাহিক ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

উপরন্তু, ইউরোপীয় দেশগুলিতে উপযোগবাদ ভাবধারার (যে ভাবধারা অনুযায়ী একটি কর্ম ঠিক বলে বিবেচনা করা উচিত যদি সেটি সুখ বা আনন্দের জন্ম দিতে পারে, এবং ভুল বলে বিবেচনা করা উচিত যদি সেটি দুঃখ সৃষ্টি করতে পারে) উত্থান শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মান্তরণের একটি নতুন পদ্ধতির সূচনা করে। শিক্ষার ধর্মান্তরিত করার শক্তি আছে এই বিশ্বাসের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশন-চালিত স্কুলগুলির বিপুল প্রসার ঘটে ভারতে।

উল্লেখ্য, প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা নারী শিক্ষায় বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে নারীদের শিক্ষা নিয়ে ব্রিটিশ-ভারত সরকার বিশেষ মাথা ঘামায়নি, এটা ঐতিহাসিক সত্য। নারী-শিক্ষার প্রতি মিশনারিদের আগ্রহ তাই ব্রিটিশ-ভারত সরকারের অবস্থানের বিপরীতে ছিল। যে সমাজ মহিলাদের শিক্ষার প্রতি চূড়ান্ত উদাসীন ছিল,

সেই সমাজে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরাই মেয়েদের শিক্ষার পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন। মেয়েদের প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিতে কি আজকের ভারতের শিক্ষায় অসাম্যের ছবিটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এক শতাব্দীরও বেশি আগে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের সংস্পর্শে আসা জেলাগুলিতে, অন্যান্য জেলার তুলনায়, আজ সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। গবেষণায় আরও দেখা যাচ্ছে, প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের সংস্পর্শে না-আসা একটি জেলায় বসবাস করা মানুষের চেয়ে ঐতিহাসিক ভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের সংস্পর্শে আসা একটি জেলায় বসবাস করা মানুষের সাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৪.২ শতাংশ (মেয়েদের ক্ষেত্রে ৫.৫ শতাংশ), এবং স্কুলে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৩.৯ শতাংশ (মেয়েদের ক্ষেত্রে ৫.১ শতাংশ) বেশি। শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রোটেস্ট্যান্টদের সংস্পর্শে আসা জেলাগুলিতে বসবাস করা শিশুরা পড়তে পারার পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভাবে ভাল ফলাফল করে (কিন্তু গণিত বা লেখার পরীক্ষায় নয়) অন্য শিশুদের তুলনায়। অনুমান করা চলে যে, এটি সোলা স্ক্রিপটুরার নীতি অনুযায়ী মিশনারিদের মানুষের পড়ার ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গবেষণায় আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য জিনিস উঠে এসেছে। এক, প্রোটেস্ট্যান্টদের বসতি স্থাপন করা জেলাগুলিতে প্রাথমিক স্কুলগুলির বয়স গড়ে প্রায় দুই বছর বেশি অন্যান্য জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির তুলনায়। দুই, প্রোটেস্ট্যান্টদের বসতি স্থাপন করা জেলাগুলি উন্নয়নের নিরিখে অন্য জেলাগুলির থেকে আজ এগিয়ে। এবং তিন, প্রোটেস্ট্যান্টদের সংস্পর্শে আসা জেলাগুলিতে সামাজিক রীতিনীতি, বিশেষ করে লিঙ্গ-সংক্রান্ত রীতিনীতি, অন্য জেলাগুলির তুলনায় অনেকটাই ভাল। এই তিনটি জিনিসই, গবেষকদের মতে, ঘটেছে প্রোটেস্ট্যান্টদের কার্যকলাপের ফলে,

যা পরোক্ষ ভাবে দায়ী প্রোটেস্ট্যান্টদের সংস্পর্শে আসা জেলাগুলির আজকের শিক্ষার মানচিত্রের সঙ্গে অন্য জেলাগুলির শিক্ষার মানচিত্রের পার্থক্যের জন্য।

এই গবেষণা থেকে এটা পরিষ্কার যে, আজকের ভারতের শিক্ষা মানচিত্র নির্ধারণে ইতিহাসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা এক দিকে যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধূসর হয়ে যাওয়া ইতিহাসের ভূমিকা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তেমনই অন্য দিকে নীতি-নির্ধারকদের স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, আজকের শিক্ষানীতি কেবল আজকের প্রজন্মের উপরেই ছাপ ফেলবে না, সেই নীতি হয়তো শতাব্দী পেরিয়ে নির্ধারণ করবে আগামী প্রজন্মের ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ, ভারতের ভবিষ্যৎ। তাই শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্তে যাতে কোনও ভাবেই কোনও গলদ না থাকে, সেটা সরকারকে নিশ্চিত করতেই হবে।

ফুরিয়ে গেলেই ফের নতুন আনন্দ কিনতে হয়

মুখটা তোম্বা করেই দু'আঙুলে মাংসের টুকরোটা ভেঙে মুখে দিলেন শিবুদা। সেকেন্ড দুয়েক স্থির, তার পর মুখ প্রসন্ন হল খানিক। তুলতুলে নরম মাংস, শিশির রেঁধেছেও দেবভোগ্য। গোপালের দোকান থেকে আজ তপেশরা শিবুদাকে এক রকম কিডন্যাপ করেই নিয়ে এসেছে শিশিরের বাড়িতে। রাত সাড়ে বারোটায় আর্জেন্টিনার খেলা দেখবে, তার আগে মাংস-ভাত। শিবুদা ফুটবল দেখেন না। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসতে বাধ্য হওয়ার প্রতিবাদ হিসাবে এত ক্ষণ একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। খাসির মাংসের কল্যাণে তাঁর মৌনভঙ্গ হল। বললেন, "এ যাত্রা মাফ করে দিলুম, যাঃ। এই মাংস না খেলে শেষে যমরাজের সামনে উত্তর দিতে পারতাম না।" শিশিরের বৌ ঋতুপর্ণা শিবুদার বাটিতে আর এক হাতা মাংস দিল। দেখেও না দেখার ভঙ্গি করে আলগোছে বাটিটা টেনে নিলেন শিবুদা।"হ্যাঁ রে, ফ্রিজে কোল্ড ড্রিঙ্ক আছে?" আঙুল চাটতে চাটতে প্রশ্ন করল সূর্য।শিশির ঘাড়ে নেড়ে না বলেই ফোনটা টেনে নিল, "দাঁড়া, আনিয়ে নিচ্ছি। এখন তো দশ মিনিটে ডেলিভারি দিয়ে যায়।" তার পর ঋতুপর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, "রাতের খেলা, শেষ হতে হতে আবার খিদে পেয়ে যাবে, বুঝলে। আরও কিছুমিছু আনিয়ে নিই, এক ডেলিভারি চার্জে মিটে যাক।"শিশিরকে উত্তর না দিয়ে ঋতু পর্ণা শিবুদাকে বলল, "ডেলিভারি চার্জ বাঁচাতে এক সঙ্গে একগাদা অর্ডার দেওয়া, বিচক্ষণ কাজ?" নলির হাড় থেকে বোনম্যারোটা সুড়ুৎ করে টেনে নিয়ে শিবুদা বললেন, "তোমায় বিয়ে করা ছাড়া আর কখনও কোনও বিচক্ষণতার পরিচয় শিশির দিয়েছে বলে তো শুনিনি। অবিশ্যি, এখন যেটা করল, সেটা ইর‍্যাশনাল বটে কিন্তু দুনিয়াভর লোকে নিয়মিত এই অযৌক্তিক কাজটা করে চলেছে। কিছু গবেষণা বলছে, অল্প ডেলিভারি চার্জ থাকলে, অথবা একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের কম কেনাকাটায় ডেলিভারি চার্জ দিতে হলে তাতে আসলে কোম্পানির বিক্রির পরিমাণ বাড়ে।" কথা

শেষ করে আবার মাংসে মনোনিবেশ করলেন শিবুদা।খাওয়া শেষ করে ড্রয়িংরুমে ইজিচেয়ারে লম্বা হলেন শিবুদা। সিগারেট ধরালেন একটা। তার পর ঋতুপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডেলিভারি চার্জ জিনিসটা, বুঝলে, অতি বিরক্তিকর যা কিনছি, তার দামের উপর আরও কিছু বাড়তি টাকা দিতে বাধ্য হওয়া। আমাদের মন এটাকে দেখে ক্ষতি হিসাবে। লস অ্যাভার্শন, অর্থাৎ ক্ষতি এড়াতে চাওয়া আমাদের একেবারে মজ্জাগত প্রবৃত্তি। শিশিরও তাই করল কেনাকাটার পরিমাণ বাড়িয়ে দিল, যাতে গড়ে ডেলিভারির খরচ কমে। আটশো টাকার জামা কিনে চেক-আউটের সময় হাজার টাকার উপরে কেনাকাটায় ফ্রি ডেলিভারি দেখে আরও ছ'শো টাকার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় একটা জামা তুমি কখনও কেনোনি, বলো দিকি?"

শিশির বৌয়ের দিকে তাকিয়ে সব দাঁত বার করে হাসল। ঋতুপর্ণা ভ্রুকুটি করল, যেমন ভ্রুকুটির সামনে হাজার হাজার জেতা তর্ক স্বেচ্ছায় হেরেছে ছেলেরা, আজীবন। এ সব দাম্পত্য খুনসুটি তপেশের চোখে পড়ে না। সে বলল, "যে জিনিস আজ না হোক কাল লাগবেই, সেটা যদি হাতের নাগালে পাওয়া যায়, তা হলে কিনে রাখতে ক্ষতি কী?""কাজে যে লাগবে, সেটা যদি অ্যাপ খোলার পর মনে পড়ে, তা হলে বিলক্ষণ ক্ষতি," শিবুদা উত্তর দিলেন। "কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল কার্টে রাখলে 'ইউ মে অলসো লাইক' বলে যে পটেটো চিপস আর চানাচুরের লিঙ্ক আসে, সেটা তো এমনি নয়। লক্ষ লক্ষ ক্রেতার তথ্য বিশ্লেষণ করে কৃত্রিম মেধা জানে, কোন জিনিসটার সঙ্গে কোনটা যায় ক্রেতারা কোন জিনিসগুলো এক সঙ্গে কেনে। অ্যাপে ঢোকার সময় যে জিনিসটার আদৌ কোনও চাহিদা ছিল না, হাতের কাছে, থুড়ি, চোখের সামনে এগিয়ে দিলে সেটার জন্যই চাহিদা তৈরি হয়। সুপার মার্কেটে চেক-আউট বে-তে হরেক টুকিটাকি জিনিস রাখা থাকে, দেখবি চকলেট, চিউয়িং গাম, আরও হাজার হাবিজাবি যেগুলো আদৌ কেনার প্ল্যান ছিল না, হাতের কাছে সেগুলো পেয়ে আমরা হামেশাই কিনে ফেলি। এটারই অনলাইন ভার্সান হল, 'পিপল অফেন বাই টুগেদার' বলে তোর কিনতে চাওয়া জিনিসটার সঙ্গে আর একটা পণ্য দেখিয়ে দেওয়া। শুধু চোখের সামনে নিয়ে এসে তার চাহিদা তৈরি করে দেওয়া।""টায়ার ওয়ান শহরের বাইরে যাওয়ার একটা স্ট্রাকচারাল প্রবলেম আছে না?" প্রশ্ন করল ঋতুপর্ণা। তার পর নিজেই বলল, "কিউ-কমার্সের ব্যবসার মডেলটা তো হাইপার লোকাল এক একটা ডার্ক স্টোর থেকে দু'তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে ডেলিভারি যায় না। টায়ার ওয়ান শহর ছাড়া এইটুকু গণ্ডিতে এত ক্রেতা পাবে কোথায়?""তুমি যে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়াও, সেটা বোঝা যাচ্ছে," ঋতুপর্ণার যুক্তি মেনে নেন শিবুদা। "কিন্তু, এই মডেলটার মধ্যে থেকেই ভাবো, এই যে তিন কিলোমিটার ব্যাসার্ধ, সেটুকুতে থাকা মানুষের মধ্যে থেকেই তিন বছরে পনেরোগুণ চাহিদা বাড়িয়ে নেওয়া মানে, কী বিপুল পরিমাণ লেটেন্ট ডিমান্ড প্রচ্ছন্ন চাহিদা রয়ে গিয়েছে! এই ব্যবসার ক্রেতারা এসেনশিয়ালি উচ্চবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মানে যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকুই কেনার বাধ্যবাধকতা এই ক্রেতাদের নেই। এমনিতে, মুদিখানার জিনিস কেনার তো একটা সীমা আছে তোমার যত টাকাই থাক, মাসে আর ক'প্যাকেট কর্নফ্লেকস খাবে? তা হলে এই ক্রেতাদের না-মেটা চাহিদাটা কিসের? রিসার্চ বলছে, এই ক্রেতাদের বেশির ভাগই তুলনায় তরুণ, ব্যস্ত, অনলাইন শপিং-এ অভ্যস্ত। ভেবে দেখলে, এদের আসল চাহিদা হল সুবিধার ঘরে বসে জিনিস পাওয়ার; যেটা ইচ্ছা করছে, অথবা অ্যাপের সাজেশন যে ইচ্ছা তৈরি করে দিচ্ছে, সেটাই পাওয়ার; এবং, তৎক্ষণাৎ পাওয়ার। যাকে বলে, ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন।

"মানুষের মাথা যখন ক্লান্ত থাকে, তখন ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশনের চাহিদা বাড়ে। ভবিষ্যতে ক্ষতি হবে কি না, অথবা আমার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের সঙ্গে এই চাহিদা সঙ্গতিপূর্ণ কি না, তা না ভেবেই তৎক্ষণাৎ আনন্দ পাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। এ বার ভাবো, কিউ-কমার্সের বেশির ভাগ খদ্দের কারা টায়ার ওয়ান শহরে থাকা অতি ব্যস্ত উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত অর্থাৎ, যাদের চব্বিশ ঘণ্টা কাটে পেশাদার চাপে। তারা ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন চাইবে, এতে আশ্চর্য কী? নিউরোইকনমিকস-এর গবেষণা বলছে, শপিং করলে আমাদের মগজে ডোপামিন ক্ষরণ হয় যে নিউরোট্রান্সমিটার আমাদের মধ্যে আনন্দ, সন্তুষ্টির অনুভূতি তৈরি করে। প্রচুর চাপ বা দুঃখের মধ্যে থাকা কোনও মানুষ শপিং করলে তার চাপ কমে, ডোপামিনের কারণেই। অনলাইন শপিং-এ দু'বার এই ডোপামিন ক্ষরণ হয় এক বার 'বাই নাউ' বাটনটাতে ক্লিক করার সময়, আর দ্বিতীয় বার জিনিসটা ডেলিভারি পাওয়ার সময়। কিউ-কমার্স এই দু'বারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে দেয় সাংঘাতিক ভাবে। ডোপামিন ক্ষরণের নেশা হয়ে গেলে ক্ষণে ক্ষণেই কিউ-কমার্স অ্যাপ খোলা ভিন্ন উপায় নেই কেনাকাটার আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। ফুরিয়ে গেলেই ফের নতুন আনন্দ কিনতে হয়।"

জয়ের উৎসবে ১১ জনের মৃত্যু প্রথম প্রতিক্রিয়া দিলেন কোহলি

নয়াদিল্লি ঃ বিরাট কোহলিদের প্রথম আইপিএল জয়ের উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। আহত হয়েছেন ৩৩ জন। বুধবার বিকালে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে মর্মান্তিক ঘটনার পরও স্টেডিয়ামের ভিতরে হয়েছে উৎসব। প্রশ্ন উঠেছে গোটা দেশে। অবশেষে ঘটনার ৬ ঘণ্টা পর বিবৃতি দিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ। মৃতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও (কেএসসিএ)।বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জন আরসিবি সমর্থকের। আহত হয়েছেন ৩৩ জন। এই ঘটনা থেকে আগেই দূরত্ব তৈরি করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বিজয় উৎসবের উদ্যোক্তা আরসিবি কর্তৃপক্ষ প্রায় ৬ ঘণ্টা পর সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন। সেই বিবৃতি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে কোহলি লিখেছেন, ‘‘ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অত্যন্ত হৃদয় বিদারক।’’আরসিবির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘বিকালে দলের ফেরা উপলক্ষে বিশাল জনসমাগম হয়েছিল বেঙ্গালুরু জুড়ে। আমরা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানতে পেরেছি, সেই জমায়েতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত। সকলের নিরাপত্তা এবং সুস্থতা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরসিবি কর্তৃপক্ষ মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা।’’ আরসিবি কর্তৃপক্ষ বিবৃতিতে আরও লিখেছেন, ‘‘ঘটনার কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্রুত কর্মসূচি পরিবর্তন করেছি। স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ এবং পরামর্শ মতো পদক্ষেপ করেছি। আমাদের সব সমর্থককে নিরাপদে থাকতে অনুরোধ করছি।’’ আরসিবি দুঃখপ্রকাশ করলেও অনুষ্ঠানের আয়োজক কর্নাটকের ক্রিকেট সংস্থা মৃতদের পরিবার প্রতি ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। কেএসসিএ কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ‘‘প্রিয়জনকে হারানো পরিবারগুলির জন্য আরসিবি এবং কেএসসিএ যৌথ ভাবে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করছে। আমাদের আশা, শোকের সময় এই পদক্ষেপ তাঁদের জন্য কিছুটা সহায়ক হবে। তাঁরা হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। এই ক্ষতিপূরণ কখনও মানুষের জীবনের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না। তেমন উদ্দেশ্যও নেই আমাদের। এই কঠিন সময়ে আমরা শুধু পরিবারগুলির পাশে থাকতে চাইছি। আশা করি আমাদের অবস্থান সকলে বুঝতে পারবেন।’’

কেন চিন্নাস্বামীতে কোহলিদের জয়ের উৎসব জারি থাকল, ব্যাখ্যা দিল বোর্ড

নয়াদিল্লি ঃ দুর্ঘটনার জেরে দ্রুত বন্ধ করে দিতে হল বিরাট কোহলিদের আইপিএল জয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ১৮ বছরের অপেক্ষার অবসানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ছিল কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও। স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু ও ৩৩ জন আহত হওয়ার পরও চলে কোহলিদের অনুষ্ঠান। কেন এমন ঘটল? ব্যাখ্যা দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

বুধবার বেঙ্গালুরুতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার দায় কার, তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে। রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চায়নি বিসিসিআই এবং আইপিএল কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনার খবর গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ার পরও কেন স্টেডিয়ামের ভিতর অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষের পাশেই দাঁড়িয়েছেন বোর্ড কর্তারা। আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল বলেছেন, ‘‘অত্যন্ত দুঃখজনক। স্টেডিয়ামের বাইরের ঘটনা সম্পর্কে আরসিবি কর্তৃপক্ষ কিছু জানতেন না। তাঁরা জানার পরই অনুষ্ঠান ছোট করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমরাও বিজয় উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। কর্নাটক সরকারের কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর ছিল কিনা, বলতে পারব না।’’

বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লর বক্তব্য, ‘‘মর্মান্তিক। ঠিক কী কারণে এমন ঘটল, তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমরা কাউকে দোষারোপ করতে চাই না। কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর বোঝা যাবে।’’ বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বলেছেন, ‘‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এটা জনপ্রিয়তার নেতিবাচক দিক। ভক্তেরা প্রিয় ক্রিকেটারদের দেখার জন্য পাগলের মতো আচরণ করেন। আরসিবির আইপিএল জয়ের উৎসবের আয়োজন আরও ভাল ভাবে করা উচিত ছিল আয়োজকদের। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’’ শইকীয়া আরও বলেছেন, ‘‘এই ঘটনার সঙ্গে বিসিসিআইয়ের কোনও যোগ নেই। তবু এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে। নিশ্চয়ই কিছু খামতি ছিল।’’

বুধবারের অনুষ্ঠানের জন্য কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল আরসিবি ভক্তদের জন্য। বলা হয়, আগে আসার ভিত্তিতে পাস দেওয়া হবে। তাই এ দিন সকাল থেকেই চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন উচ্ছ্বসিত ভক্তেরা। কর্নাটক প্রশাসনের ধারণার থেকে অনেক বেশি মানুষের জমায়েত তৈরি হয়ে যায় দুপুরের মধ্যেই। নির্দিষ্ট সময় স্টেডিয়ামের গেট খুলতেই পাস নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন বহু মানুষ। এ সময় পরিস্থিতি সামলাতে লাঠি চার্জ করে পুলিশ। তাতে উল্টে আরও জটিল হয় পরিস্থিতি। আরসিবি ভক্তেরা বিভিন্ন দিকে ছুটে পালানোর চেষ্টা করতে শুরু করেন। তাতেই ঘটে পদপিষ্টের ঘটনা। বেঙ্গালুরুর এই ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩৩ জন। কয়েক জনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে কয়েক জন অসুস্থও হয়ে পড়েন।

২৫ বছর পর জার্মানি বধ

নয়াদিল্লি ঃ সিংহ যতই বৃদ্ধ হোক শিকার করতে ভোলে না। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও তেমনই। বয়স বাড়ছে তাতে কী! দরকারের সময় এখনও পর্তুগালের প্রধান ভরসার নাম সিআর সেভেনই। আরও একবার সেটা প্রমাণ করলেন জার্মানির বিরুদ্ধে নজির ভাঙা গোলে। তাঁর গোলেই ২৫ বছর বাদে জার্মানদের ২-১ গোলে হারাল পর্তুগাল। সেই সঙ্গে উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালে খেলাটাও নিশ্চিত করে ফেলল তারা।

শেষবার জার্মানিকে পর্তুগাল হারিয়েছে ২০০০ সালে। এরপর ৫ ম্যাচে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে জয়ের মুখ দেখেনি পর্তুগাল। বুধবার রাতে মিউনিখে নেশনস লিগের সেমিফাইনালের লড়াইটাও কঠিন ছিল। ম্যাচের প্রথমার্ধে আধিপত্য ছিল জার্মানদেরই। যদিও পর্তুগালের গোলরক্ষক একের পর জার্মান আক্রমণ রুখে দেন। প্রথমার্ধে কোনও গোল আসেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই খেলার গতিপ্রকৃতি পুরো বদলে যায়। ৪৮ মিনিটে ফ্লোরিয়ার রির্টজ দুর্দান্ত হেডারে গোল করে জার্মানিকে এগিয়ে দেন। এক গোলে পিছিয়ে পড়ে খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্তুগিজরা। ৬৩ মিনিটে পর্তুগিজদের সমতায় ফেরান বদলি ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও। মজার কথা হল ২০ বছর আগে যে ম্যাচে পর্তুগাল জার্মানিকে হারিয়েছিল সেই ম্যাচে গোল করেছিলেন কনসেইকাওয়ের বাবা। কনসেইকাওয়ের গোলে সমতা ফেরানোর পর আরও মরিয়ে হয়ে ওঠে পর্তুগাল। ৫ মিনিট বাদেই দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন রোনাল্ডো। বাঁ প্রান্ত থেকে বাড়ানো বলে পা ছুঁইয়ে সেটি জালে জড়িয়ে দেন ক্রিশ্চিয়ানো। এর পর ম্যাচে আর কোনও গোল হয়নি। ২-১ গোলেই ওই গোল করে তিনি শুধু যে পর্তুগালের জয় নিশ্চিত করলেই তা-ই নয়। একই সঙ্গে গড়ে ফেললেন তিনটি রেকর্ড। এটা আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনাল্ডোর ১৩৭ তম গোল যা রেকর্ড। সব মিলিয়ে তাঁর কেরিয়ারের ৯৩৭তম গোল, সেটাও রেকর্ড। ৪০ বছর বয়সী রোনাল্ডোই জার্মানির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল করার রেকর্ড গড়লেন। এটাই জার্মানির বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম জয়। সেই জয়ই পর্তুগালকে পৌঁছে দিল নেশনস লিগের ফাইনালে।

অক্টোবরে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সরছে ইডেন থেকে

নয়াদিল্লি ঃ কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স ও দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ অদল-বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ইডেন থেকে একটা ম্যাচ সরবে দিল্লিতে। বদলে অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম থেকে একটা ম্যাচ আসবে কলকাতায়। ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’ একটা রিপোর্টে এই খবর জানিয়েছে।রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বর দিল্লিতে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে যে টেস্ট হওয়ার কথা ছিল তা ইডেনে হবে। বোর্ডের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘১০ থেকে ১৪ অক্টোবর ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে দ্বিতীয় টেস্ট হওয়ার কথা ছিল ইডেনে। সেই টেস্ট দিল্লিতে হবে। তার বদলে ১৪-১৮ নভেম্বর ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট দিল্লি থেকে ইডেনে সরবে। বছরের ওই সময় দিল্লিতে দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেড়ে যায়। ফলে খেলার আয়োজনে সমস্যা হতে পারে। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোর্ড কয়েক দিনের মধ্যে সরকারী ভাবে তা জানিয়ে দেবে।’’ ভারতে টেস্ট, এক দিন ও টি-টোয়েন্টির কোন মাচ কোন মাঠে হবে তা রোটেশন পদ্ধতিতে ঠিক হয়। সেই নিয়মেই অক্টোবরে ইডেন ও নভেম্বরে দিল্লিতে টেস্ট ম্যাচ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের কথা ভেবে তা বদল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই বছর ২০ অক্টোবর দীপাবলি। ওই সময়ের পরে দিল্লির দূষণের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেড়ে যায়। দীপাবলিতে বাজি পোড়ানোয় দূষণ বাড়ে। পাশাপাশি পঞ্জাব ও হরিয়ানায় ফসল কাটার পর অবশিষ্ট পোড়ানো হয় ওই সময়। হাওয়ায় উড়ে তার ছাইও দিল্লিতে চলে আসে। ফলে দূষণ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়। সেই কারণে এ বার কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগে থেকেই খেলার মাঠ বদলে ফেলতে চাইছে তারা।গত কয়েক বছর থেকেই এই দূষণের মাত্রা বাড়ছে। ২০১৭ সালে ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে একটা টেস্ট ম্যাচে মাস্ক পরেছিলেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারেরা। রঞ্জির দুটো ম্যাচ বাতিল করতে হয়েছিল সেখানে। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লির মাঠে খেলা চলাকালীন বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার বমি করে ফেলেন। ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে দিল্লিতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ আয়োজন ঘিরেও সমস্যা হয়েছিল। ম্যাচের আগে অনুশীলন বাতিল করে দেয় দু’দল। সেই ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে দিকে নজর রেখেছে বিসিসিআই।

ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে জোকোভিচ

নয়াদিল্লি ঃফরাসি ওপেন যত এগোচ্ছে তত নিজের সেরাটা বার করে আনছেন নোভাক জোকোভিচ। রেকর্ড ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন সার্বিয়ার খেলোয়াড়।বুধবার রাতে আলেকজান্ডার জেরেভকে হারালেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে। সেমিফাইনালে তাঁর সামনে বিশ্বের এক নম্বর ইয়ানিক সিনার।

এই নিয়ে ৫১তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালে উঠলেন জোকোভিচ। জেরেভের বেসলাইনের মোকাবিলা করতে নিজের খেলার কৌশলই পাল্টে ফেলেছিলেন। অনেক বেশি বৈচিত্র দেখা গিয়েছে তাঁর খেলায়। জেরেভের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে ৯-৫ এগিয়ে গেলেন জোকোভিচ। সুরকির কোর্টে নামার আগে দু’টি প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে বিদায় নেন জোকোভিচ। তবে ফর্ম ফিরে পেয়েছেন একেবারে আসল সময়েই। রোলঁ গারোজের আগে জেনেভায় ১০০তম ট্যুর খেতাব জিতেছেন। আপাতত সুরকির কোর্টে টানা ন’টি ম্যাচ জিতে ফেললেন।

এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এই জেরেভের বিরুদ্ধেই সেমিফাইনাল ম্যাচ চোটের কারণে ছেড়ে দিতে হয়েছিল জোকোভিচকে। বাঁ পায়ের পেশিতে টান লাগার জেরে খেলতেই পারেননি। কিন্তু এই গ্র্যান্ড স্ল্যামে তাঁর খেলায় এখনও খুব বেশি খুঁত পাওয়া যায়নি। ২০২৩ সালের ইউএস ওপেনে শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন জোকোভিচ। খেতাব জয়ের সামনে আপাতত তাঁর বাধা সিনার এবং সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট কার্লোস আলকারাজ।

টানা পাঁচ বার ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে নেমেছিলেন জেরেভ। তবে জোকোভিচের একের পর এক ড্রপ শটের কোনও জবাব ছিল না তাঁর কাছে। প্রথম সেটে ২-০ এগিয়ে যাওয়ার পর জোকোভিচ র‍্যাকেট বদলান। তাতে কাজ হয়। আরও ভাল শট খেলতে থাকেন তিনি। অষ্টম গেমে তাঁর ‘ওপেন স্টান্স ব্যাকহ্যান্ড’ প্রথম ব্রেক পয়েন্ট দিতে সাহায্য করে। ফিলিপে শঁতিয়ে কোর্টের শীতল পরিবেশে দুই খেলোয়াড়েরই শট মারতে কষ্ট হয়েছে। তবে জেরেভ সাধ্যমতো নিজের সার্ভ কাজে লাগিয়েছেন। প্রথম সেট খোয়ানোর পর জেরেভের বেসলাইনের জবাব দিতে ড্রপ শট খেলতে শুরু করেন জোকোভিচ। গোটা ম্যাচে তাঁর এই কৌশল ভাল ভাবে কাজে দেয়।

ম্যাচের পর জোকোভিচ নিজেও সেটা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, ‘‘শেষ গেমে আমার কৌশল ছিল শুধুই ড্রপ শট খেলা। তিন-চারটে ড্রপ শট একসঙ্গে খেলেছি।

জোড়া জয়ের পর হার দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশের

নয়াদিল্লি ঃ ুধবারই ঠিক হয়ে যেতে পারত কে জিতছেন ‘নরওয়ে চেস’। জেতার সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিল আমেরিকার ফাবিয়ানো কারুয়ানার। কিন্তু ভারতের অর্জুন এরিগাইসির কাছে হেরে গেলেন তিনি। একই দিনে হেরেছেন দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের ডি গুকেশ ও বিশ্বের এক নম্বর নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন। তার ফলে জমে উঠেছে লড়াই। অষ্টম রাউন্ডের পরও বোঝা যাচ্ছে না, কে চ্যাম্পিয়ন হবেন।

১০ রাউন্ডের মধ্যে আট রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে কারুয়ানা। তাঁর পয়েন্ট ১২.৫। দ্বিতীয় স্থানে কার্লসেন। তাঁর পয়েন্ট ১২। বাকিরাও খুব পিছিয়ে নেই। জাপানের হিকারু নাকামুরা (১১.৫), গুকেশ (১১.৫), অর্জুন (১০.৫) ও চিনের ওয়েই ই (৮) পয়েন্ট পেয়েছেন। ওয়েই পিছিয়ে রয়েছেন। কিন্তু পরের দুটো ম্যাচে গুকেশ ও নাকামুরাকে হারাতে পারলে ৬ পয়েন্ট পাবেন তিনি। ফলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে এই ছ’জনই রয়েছেন।

অর্জুন হারের মুখ থেকে ফিরে কারুয়ানার বিরুদ্ধে জিতেছেন। ৪৮ চাল পর্যন্ত পিছিয়ে ছিলেন ভারতীয় দাবাড়ু।তাঁর সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতায় ১২০ মিনিটের ক্লাসিক্যাল গেমে ৪১তম চাল থেকে প্রতি চালে ১০ সেকেন্ড করে সময় বাড়ে। বিশ্বকাপের মতো খেলায় সেটা ৩০ সেকেন্ড করে বাড়ে। ফলে এই প্রতিযোগিতায় ৪১ চালের পর থেকে সময় খেলা ঘুরে যেতে পারে। সেটাই হয়েছে অর্জুনের ক্ষেত্রে। ধীরে ধীরে খেলার ফিরেছেন তিনি। চাপ পড়েছে কারুয়ানার উপর। শেষ পর্যন্ত ৭১ চালে ম্যাচ জেতেন অর্জুন।

আগের দুটো ম্যাচে পিছিয়ে পড়ে ফিরেছিলেন গুকেশ। হারিয়েছিলেন বিশ্বের এক নম্বর কার্লসেন ও ভারতের অর্জুনকে। কিন্তু নাকামুরার বিরুদ্ধে পারেননি তিনি। ২০ চালের পরেই এগিয়ে যান নাকামুরা। অনেক চেষ্টা করেন গুকেশ। কিন্তু নাকামুরা কার্লসেনের মতো কোনও ভুল করেননি। ফলে ৫০ চালের পর হার স্বীকার করে নেন গুকেশ।

আবার একটা ম্যাচে ভুল করলেন কার্লসেন। চিনের ওয়েইয়ের বিরুদ্ধে তিনি এমন একটা ভুল করেন যা সকলকে অবাক করে দিয়েছে। সেই ভুলের পর নিজের উপর নিজেই হাসেন কার্লসেন। দেখে মনে হচ্ছিল, আগের ম্যাচে গুকেশের কাছে হারের ধাক্কা থেকে বার হতে পারেননি তিনি। সেই ম্যাচে জেতার পরিস্থিতি থেকে হেরেছিলেন কার্লসেন। আর এই ম্যাচে শুরুতেই ভুল করে ফেলেন তিনি। আর ফিরতে পারেননি পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।

তাইল্যান্ডের কাছে হার ভারতের

নয়াদিল্লি ঃ সামনেই এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ। ১০ জুন হংকঙের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। তার আগে তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রীতিম্যাচ খেলতে নেমেছিল তারা। সেই ম্যাচে হতাশ করলেন সুনীল ছেত্রীরা। তাইল্যান্ডের কাছে ০-২ ম্যাচে হারলেন তাঁরা। গোটা ম্যাচে গোল করার ভাল সুযোগই তৈরি করতে পারল না ভারত। খারাপ দেখাল দলের রক্ষণকেও। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশেলে দল গড়েছিলেন ভারতের কোচ মানোলো মার্কেজ। অভিষেক তেকচামের অভিষেক হয় এই ম্যাচে। পাশাপাশি সুনীল, সন্দেশ জিঙ্ঘনের মতো অভিজ্ঞরাও ছিলেন দলে। প্রথম একাদশের ১১ জনের মধ্যে ছ’জন ছিলেন মোহনবাগানের ফুটবলার। মাঠে নেমে তাঁরাও বিশেষ কিছু করতে পারলেন না।

খেলা শুরুর আট মিনিটের মাথায় পিছিয়ে পড়ে ভারত। সন্দেশদের বোকা বানিয়ে বক্সে বেন ডেভিসকে বল দেন তাসা। প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ফুলহামের অনূর্ধ-২৩ দলে খেলা ডেভিস গোল লক্ষ্য করে শট মারেন। ঝাঁপিয়েও সেই শট বাঁচাতে পারেননি বিশাল কাইথ। পিছিয়ে পড়ার পরে আক্রমণে না উঠে খেলার গতি মন্থর করার চেষ্টা করে ভারত। তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল, চাপে রয়েছে দল।

২৪ মিনিটের মাথায় প্রথম সুযোগ তৈরি করে ভারত। লিস্টন কোলাসোর ক্রসে হেড করেন সুনীল। কিন্তু গোলরক্ষককে সমস্যায় ফেলতে পারেননি তিনি। গোটা প্রথমার্ধ জুড়ে ডেভিস সমস্যায় ফেলেন সন্দেশ, আনোয়ারের রক্ষণকে। তাইল্যান্ডের ফুটবলারদের গতির সঙ্গেও পেরে উঠছিল না ভারত। বিরতির ঠিক আগে সুনীলের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সে ঢোকেন কোলাসো। কিন্তু গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেননি তিনি।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তাইল্যান্ড বক্সে পড়ে যান সুনীল। পেনাল্টির আবেদন করেন তিনি। কিন্তু রেফারি তাতে কান দেননি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর ১০ মিনিট ভারতকে ভাল দেখাচ্ছিল। কিন্তু বেশি আক্রমণ করতে গিয়ে রক্ষণ ফাঁকা পড়ে যায়। তা কাজে লাগিয়ে ৫৯ মিনিটে গোল করেন পোরামেত আরভিলাই। বারের নীচে লেগে বল জালে জড়িয়ে যায়। দুটো গোলের ক্ষেত্রেই বিশালের কিছু করার ছিল না।৮০ মিনিটের মাথায় আশিক কুরুনিয়ান-ছাংতে যুগলবন্দি একটা সুযোগ তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই সুযোগও নষ্ট হয়। ছাংতে গোল করতে পারেননি। সময় কমছিল। সেই সঙ্গে ভারতের আশাও। পরিবর্ত হিসাবে নামা ব্রেন্ডন ফের্নান্দেস, সুহেল ভাটরাও কিছু করতে পারেননি। ৮৬ মিনিটের মাথায় আনোয়ার না থাকলে আরও একটা গোল হজম করতে হত ভারতকে। শেষ পর্যন্ত ফিফা ক্রমতালিকায় নিজেদের থেকে ২৮ ধাপ এগিয়ে থাকা তাইল্যান্ডের (৯৯) কাছে হেরে মাঠ ছাড়তে হয় ভারতকে (১২৭)। এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ারের আগে ভারতের এই খেলা চিন্তা আরও বাড়াবে কোচ মানোলোর।

নিউ জিল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন স্টিড

নয়াদিল্লি ঃ ইস্তফা দিলেন নিউ জিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড। গত এপ্রিলে সাদা বলের কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ বার টেস্ট ক্রিকেটের দায়িত্ব থেকেও সরে গেলেন তিনি। জুনের শেষ পর্যন্ত নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেটের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে স্টিডের। তার পর আর তাঁকে কেন উইলিয়ামসনদের সাজঘরে দেখা যাবে না। স্টিডকে নিউ জিল্যান্ডের সফলতম কোচ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।২০১৮ সালে মাইক হেসেনের পর নিউ জিল্যান্ডের কোচ হয়েছিলেন স্টিড। সাত বছর দায়িত্বে থাকলেন তিনি। তাঁর কোচিংয়ে ২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে নিউ জিল্যান্ড। এ ছাড়াও সাদা বলের ক্রিকেট তিনটি বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠেন উইলিয়ামসনেরা। তার মধ্যে রয়েছে ২০১৯ সালে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল। রয়েছে ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালও। ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও উঠেছিল নিউ জিল্যান্ড। ভারতের মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জয়ও স্টিডের সময়কালের মধ্যে সাদা বলের ক্রিকেটের দায়িত্ব ছাড়ার পর লাল বলের ক্রিকেট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় চেয়েছিলেন স্টিড। কিন্তু নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তারা তিন ধরনের ক্রিকেটের জন্য এক জন কোচ চাইছিলেন। সে কারণে টেস্ট ক্রিকেটের দায়িত্বও ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন স্টিড।নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে স্টিড বলেছেন, ‘‘সাত বছরে একদল অসাধারণ এবং প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে কাজ করে দুর্দান্ত সব স্মৃতি তৈরি হয়েছে। ছেলেরা দেশের জন্য, পরস্পরের জন্য এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সব সময় ১০০ শতাংশ দিয়েছে। তিন ধরনের ক্রিকেটেই সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকতে পারাটা চ্যালেঞ্জের ছিল। সব ক্ষেত্রে ফলাফল আমাদের পক্ষে আসেনি। তবে প্রতিপক্ষ দলগুলি বুঝতে পেরেছে, নিউ জিল্যান্ডকে সহজে হারানো যায় না।’’

ডিউটি টাইমে আড্ডায় মজেছেন ট্র্যাফিক বাবু

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। আগরতলা শহরের ট্র্যাফিক ব্যবস্থা রীতিমতো তলানিতে। একদিকে ডিজিটাল ট্র্যাফিক সিগন্যাল নিয়ে নানা অভিযোগ। অন্যদিকে ট্র্যাফিক বাবুদের দায়িত্বে খামখেয়ালপনা। উল্লেখ্য, দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল এলাকা যথাক্রমে , উজ্জয়ন্ত প্যেলেস প্রাঙ্গণ এবং গনরাজ চৌমুহনী — এই দুটি ট্র্যাফিক পয়েন্টের ট্র্যাফিক সিগন্যাল অকেজো হয়ে পরে আছে। দিন রাত ২৪ ঘণ্টা জ্বলে যাচ্ছে হলুদ বাতি। অন্যদিকে এই অবস্থায় ট্র্যাফিক সিগন্যাল এর বদলে যেখানে ট্র্যাফিক পুলিশ দের ন্যস্ত করার কথা সেখানে কখনো কখনো ট্র্যাফিক বাবুদের দেখা গেলেও বেশিরভাগ সময়েই তাদের দেখা মেলেনা। যার ফলে চতুর্দিক থেকে যান বাহন চলাচলে চরম অব্যবস্থাপনা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমালিক ৩টা নাগাদ গনরাজ চৌমুহনী এলাকায় এক ট্র্যাফিক বাবুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও উনি ডিউটি ছেড়ে রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে খোশ মেজাজে আড্ডা দিতে ব্যস্ত। এই ট্র্যাফিক বাবুরাই আবার শহর কে যানজট মুক্ত করতে বুধবার বাইকে করে গোটা শহর জুড়ে মাইকিং করেছেন। বেআইনি পারকিং এর জন্যে ফাইন আদায় করছেন। আইন ভঙ্গ করলে নাকি আবার আইনানুগ ব্যবস্থা ও গ্রহন করা হচ্ছে। এদিকে যানজট ও যান দুর্ঘটনার পেছনে ট্র্যাফিক ব্যবস্থার যে দুর্বল পরিষেবা রয়েছে সেদিকে নজর দিচ্ছেন না প্রশাসন। নিজেদের দায়িত্ব ঠিক ঠাক পালন করতে গিয়ে নিজেরাই ঘেঁটে ঘ হয়ে আছেন ট্র্যাফিক বাবুরা। রাজধানী তে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনায় ইদানিং বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। যার পেছনে ট্র্যাফিক দপ্তরের একটা বিশাল গাফিলতি রয়েছে , তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল এ অতিসত্বর ট্র্যাফিক ব্যবস্থা সচল করা হোক বলে দাবী উঠছে।

স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। মেলাঘর লাল মিয়া চৌমুচনী এলাকায় স্বামীর লাঠির আঘাতে মৃত্যু স্ত্রীর। মৃতার নাম মিষ্টি বেগম। অভিযুক্ত স্বামী সুমন মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মেলাঘর লাল মিয়া চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা সুমন মিয়া। পেশায় সে একজন গাড়ি চালক। সুমন মিয়ার স্ত্রীর নাম মিষ্টি কোম। মঙ্গলবার রাতে সুমন মিয়া বাড়িতে যাওয়ার পর স্ত্রীর সাথে রাতের খাবার খেতে বসে।

সেই সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। একটা সময় স্বামী সুমন মিয়া উত্তেজিত হয়ে লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। এতে মাটিতে লুটিয়ে পরে মিষ্টি বেগম। মিষ্টি কোমের চিৎকার শুনে ছুটে আসে প্রতিবেশী তাদের নিকট আন্বিয়। তারা মিষ্টি বেগমকে আহত অবস্থায় পেয়ে মাথায় জল দেব। তার পর মিষ্টি বেগমকে ভালা মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে মিষ্টি বেগম। এইদিকে ঘটনার খবর পেয়ে মেলাঘর হাসপাতালে ঘুটে যায় মেলাঘর খানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী সুমন মিয়াকে গ্রেপ্তার করেমে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। মেলাঘর খানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

রাজ্যে প্রায় ১৫০০০ গ্রাহক এই সৌর বিদ্যুতের রেজিস্ট্রেশন করেছে : রতন লাল নাথ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। সূর্য্যের আলোয় বাঁচবে দেশ, পরিবেশ ও হবে সুন্দর বেশ এই স্লোগানকে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড এর রাজনগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত হয় পিত্রম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা বিষয়ের উপর একদিনের সচেতনতা শিবির। বুধবার দুপুরে রাজনগর আর্ট এন্ড ক্রাফট কমিউনিটি হলে আয়োজিত হয় এই দিনের শিবির। উপস্থিত ছিলেন রাজের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাগ, এলাকার বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, সহ দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য অভিধিরা। ২০২৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই পিত্রম সূর্য ঘর মুক্ত বিজলি যোজনার সূচনা করেন। উদ্দেশ্য একটাই সৌরভ স্কমতার অংশীদারিত্ব বাড়ানো এবং আবাসিক পরিবার গুলিকে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্ষমতাবিত করা। গ্রাহকদের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকর স্থাপনের জন্য সোলার প্ল্যান্টের অমতা অনুযায়ী ভর্তুকি প্রদান করবে। এই প্রকল্পে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে তেমনি অন্যদিকে নিগমের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আত্মনির্ভর করা সুবিধা রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রায় ১৫০০০ গ্রাহক এই সৌর বিদ্যুজের রেজিস্ট্রেশন করেছে। রাজানগরের আজ পিএম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনা শিবিরে ৫০ জনেরও বেশি গ্রাহক রেজিস্ট্রেশন করেছে। তিনি আরো জানান যারা এই সময়ের মধ্যে এই যোজনাব অন্তর্ভুক্ত হবেন তাদের সরকারের পড় থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হবে। এই সুবিধা কেবলমাত্র ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে। তিনি রাজোম প্রতিটি নাগরিকের কাছে আবেদন রাখেন সকলেই এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করুন এবং এই সুবিধা গ্রহণ করে আত্মনির্ভর হন।

বাড়ির লোকের অবর্তমানে দুঃসাহসিক চুরি উদয়পুর এবং খোয়াইয়ে

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। রাজ্যে বাড়ছে চুনি ডাকাতির ঘটনা। লাগাম টানতে পারছে না পুলিশ প্রশাসন। এরই মধ্যে মঙ্গলবার দিল লোকনাথ পুজা। উদ্বপুর জামজুরি এলাকার স্বপ্না বর্মনের এক আত্মীয় বাড়ীতে লোকনাথ ঠাকুরের পুজা দিল। পূজা উপলক্ষে বাড়ির সকলে আত্মীয়ের বাড়িতে যান। আর এই সুযোগে চোরের দল বাড়িতে প্রবেশ করে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা ও চার থেকে পাঁচ ভরী স্বর্নালংকার নিয়ে যায়। বাড়ির লোকজন রাতে বাড়িতে এসে দেখে মূল গেইটে তালা লাগানো আছে। পরে রাতে ককিডাবন খানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তদন্ত শুরু করেছে। অপরদিকে বুধবার শহরের বুকে চুরি কান্ডের ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই শহরের দুর্গানগর এলাকায় বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে চুরি কান্ড সংগঠিত হয়। চুরির ঘটনার বিবরণে আনা যায়, মায়া দেব পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তারে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েদ্দিল পূজার নিমন্ত্রণ খেতে। এ সুযোগকে কাজে লাগায় চোরের দল যাবা বসাব। পরে বাড়ির মালিক মায়া দেব সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রাতে বাড়িতে ফিরে দেখতে পান গোটা যড লন্ডভন্ড। নিয়ে যায় নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় খোয়াই খানায়। পুলিশ এসে চুরির মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। খবর লেখা পর্যন্ত কোন চোর আটক হয়েছে বলে জানা যায়নি।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ সিআইটিইউ-র

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। বুধবার সি আই টি ইউ রাজ্য কার্যালবে ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৩১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অমল চক্রবর্তী। তিনি দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি বলেন, রাজো আইনশৃঙ্খলার তলানিতে গিয়ে পৌঁদেছে। অটোর পারমিট নিতে গেলে বিজেপি নেতাদের ঘুষ দিতে হয়। এবং লাইসেন্স রেনু করা যাচ্ছে না। গত সাত বছরে বহু অটো শ্রমিকের গাডি আশিয়ে দিবেদে এই দুষ্কৃতীরা। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা একপ্রকারের তলানিতে এসে পৌঁছেছে। এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারছে না। বিশেষ করে বর্তমান সরকার ন্যায় সংহিতা আইন এনে পরিবহন শ্রমিকদের গলায় ফাঁসি ঝুলিয়ে দিয়েছে সরকার। ফলে শ্রমিকরা গাড়ি চালাতে ভয় পায়। সবচেয়ে উদ্বেগ জনক বিষয় হলো দুর্ঘটনার পর শ্রমিকদের পিটিয়ে হত্যা করে ডেলমে। তিনি আরো দাবি করেন, সি আই টি ইউ গরিবের সংগঠন। সংগঠনের যেসব নেতৃত্ব বন্যায় কতিগ্রস্ত হযেছে তাদের জন্য বেশি কিছু করতে পারবেন না। এবং সি আই টি ইউর বড় কোন ফান্ড নেই। বি এম এম-এর মতো মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে না সিআইটিইউ। শ্রমিকরা যে অর্থ সহযোগিতা করে তাতেই সংগঠন চলে এবং বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের ফিরিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। তিনি আরো বলেন, আগামী দিন রাজ্যে নৈরাজ্যের পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করবে সি আই টি ইউ। পাশাপাশি শ্রমিকদের মধ্যে যারা অসুস্থ এবং যারা দুঃস্থ তাদের পাশে দাঁড়াবে বলে জানান তিনি। আরো বলেন, আজকের সম্মেলন থেকে শপথ নেওয়া হয়েমে আগামী দিন রাজ্যে বিগত দিনের নারী, শ্রমিক, বেকারদের অধিকার ফিরিয়ে আনার। এবং বিশেষ করে রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি এদিন এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সদস্যরা এই রক্তদান শিবিরে এগিয়ে এসেছেন। পরবর্তী সময়ে বন্যায় ঋতিগ্রস্ত পরিবহন প্রমিকদের হতে চান সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

চাপে পরে মান বাচাচ্ছে বিশালগড় থানার পুলিশ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। বশালগড়ে একই দিনে ১১ লক্ষ টাকা এবং বিশালগড় মহিলা থানার ওসির ব্যক্তিগত গাড়ি ছিনতাইয়ের দুটি ঘটনার মধ্যে ছিনতাই হওয়া গাড়ি উদ্ধার সহ মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে একটি ছিন্তাই এর ঘটনার কিনারা করতে পারলেও এগার লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনাটি এখনো রয়েছে অন্ধকারে। জানা গেছে গত ২ জুন বিশালগড় থানা এলাকা থেকে একই দিনে বাবা এবং ছেলেকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে এগারো লক্ষ টাকা ছিনতাই এবং বিশালগড় মহিলা থানার ওসি শিউলি দাসের ব্যক্তিগত বোলেরো গাড়ি ছিনতাই হওয়ার পর সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সহ পুলিশের শীর্ষকর্তাদের দৌড়ঝাপ শুরু হয়। দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিশালগড় থানার পুলিশ আলাদা আলাদা মামলা নথিভুক্ত করে জোর তদন্তে নামে। রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরের নির্দেশ সঠিকভাবে তদন্ত করে খুব শীঘ্রই যেন ছিনতাই সামগ্রী সহ ঘটনার সাথে যুক্তদের জালে তোলার জন্য। বিশালগরে একই দিনে দুইটি ছিনতাই এর ঘটনা নিয়ে শুধু পুলিশের শীর্ষস্তরের নয় রাজনৈতিক ভাবেও চাপ রয়েছে বিশালগড়থানার পুলিশের উপর। কেননা মূলত একই দিনে এই দুটি ছিনতাই এর ঘটনা গোটা বিশালগড়ের পুলিশের সম্মানে বড়সড়ো আঘাত লেগেছে। এই দুটি ছিন্তাই এর ঘটনা নিয়ে বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব এবং রাজ্য পুলিশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মূলত গোটা রাজ্যে এখন বিশালগড়ের এই দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এই দুটি ছিনতাই এর ঘটনায় গোটা রাজ্যে বিভিন্নভাবে সমালোচনা হচ্ছে বিশেষ করে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্নভাবে প্রশাসন এবং সরকারকে চাপে ফেলতে সমালোচনা শুরু করেছে। গোটা রাজ্যের মানুষ এখন বিশালগড়ের এই দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনার পরবর্তী আপডেট কি তা জানার অপেক্ষায় রয়েছে। এরই মধ্যে গত মঙ্গলবার বিশালগড় থানার পুলিশ ছিনতাই হয়ে যাওয়া বোলেরো গাড়িটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং তার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অর্থাৎ বুধবার গাড়ি ছিনতাই এর ঘটনার মূল অভিযুক্ত বিশালগড় ঘনিয়া মারার জুয়েল আহমেদকে বিশালগড় কৈয়াঢেপা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। জুয়েল আহমেদ গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বুধবার রাতে বিশালগড় থানায় ছুটে আসেন সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা সহ বিশালগড়ের এসডিপিও। বুধবার রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা জানিয়েছেন গত ২ জুন বিশালগড়ে দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশ বিশেষ টিম গঠন করে জোরালোভাবে তদন্ত শুরু করেছে। তিনি আরো জানিয়েছেন সুস্থ তদন্ত অনুসারে গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনার পর গাড়ি উদ্ধার সহ মূল অভিযুক্ত জুয়েল আহমেদকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে, বৃহস্পতিবার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ধৃত জুয়েল আহমেদকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে প্রেরণ করা হবে। পুলিশের ধারণা জুয়েল আহমেদকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বাকি অভিযুক্তদের জালে তুলতে সহজ হবে। পুলিশ সুপার এদিন আরো জানিয়েছেন গাড়ি ছিনতাই এর ঘটনাটি কিনারা করতে পারলেও ১১ লক্ষ টাকা ছিনতের ঘটনাটি এখনো কোনো কিনারা হয়নি, আর তার জন্য পুলিশ জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের ধারণা পরবর্তী ছিনতাইয়ের ঘটনার খুব শীঘ্রই ১১ লক্ষ টাকা উদ্ধার সহ অভিযুক্তদের জালে তোলা সম্ভব হবে।

পান চাষ করে স্বাবলম্বী দক্ষিন ত্রিপুরার রাখাল নম

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। অনেকেই পান খেতে বেশ পছন্দ, কারোর আবার ঘরে পান না থাকলে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতেও দেখা যায়, কিন্তু যারা এই পান জমিতে চাষ করে তাদের কতটা পরিশ্রম করে সেই পান উৎপাদন করতে হয় সেটা হয়তো অনেকেই জানেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে বাংলা পান বেশ পরিচিত। দোকানের পানের খিলি তৈরিতে কিংবা মানুষের বাড়ি ঘরে বিশেষ করে বাংলা পান বেশ জনপ্রিয়। অনেকেরই জানা ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা পানের জন্য বিখ্যাত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নলুয়া। নলুয়ায় যতগুলি পাণ চাষের জমি রয়েছে সবকটিতেই বাংলা পানের চাষ হয়। ঠিক

এমনই দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ঋষ্যমুখ বিধানসভার নলুয়া বৈদ্য পাড়ার রাখাল নম: বহু বছর আগে থেকেই ধান চাষের পাশাপাশি বেশ কিছু জমিতে পান চাষ করে আসছেন। পান চাষী রাখাল নম: বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন পান চাষ করতে হলে বিশেষ ভাবে সময়ে সময়ে তার যত্ন নিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে দু"একবার করে ক্ষেত থেকে পান সংগ্রহ করতে পারেন এবং সেই প্রাণ আগরতলার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। বহু বছর ধরেই পান চাষে তিনি বেশ সাফল্য পেয়েছেন পাশাপাশি এই পান চাষই রাখাল নাম: এর পরিবারের একমাত্র উপার্জনের উপায়। রাখাল নম: যখন থেকে পান চাষ শুরু করেছেন তখন থেকে উনাকে আর পেছনদিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। অতএব তিনি এখন পান চাষের মধ্য দিয়েই স্বাবলম্বী।

গাড়ি চালককে হত্যার ঘটনায় পুলিশ আটক করেছে ১২ জন চা শ্রমিককে

খবরে প্রতিবাদ, ৫ জুন,।। মঙ্গলবার কৈলাসহর কালিপাদন চা-বাগানে দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতার মাত্রে এক যুবক মৃত্যু হয়। বুধবার ১২ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ প্রশাসন। তাদের জিজ্ঞাস্যবান চালায় পুলিশ। অথচ তাদের দাবি এই ঘটনা সম্পর্কে তারা অবগত নখ। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের কালীশাসন চা বাগান এলাকায় একটি মারুতি গাড়ি চন্ত গতিতে বেপরোয়া ভাবে চালিয়ে দুজনকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটি পাকা জেনে গড়ে যায়। গাড়ি জেনে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই গাড়ির চালক সহ গাড়ির ভিতরে থাকা অনারা গাড়ি থেকে বের হয়ে দৌড়ে চা বাগানের ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে উত্তেজিত কিছু যুবক গাড়ির চালক সহ গাড়ির ভিতরে থাকা মানুষদের চা বাগানের ভিতরে খুঁজতে থাকে। দীর্ঘাঙন খোঁজাখুঁজির পর চা বাগানের ভিতরে গাড়ির চালককে দেখে উত্তেজিতরা বেধড়ক ভাবে মারধর করে চা বাগানের ভিতরে মৃতদের ফেলে চলে যায়। অন্যদিকে গাড়ির ধাক্কায় চা বাগান শ্রমিক লগেন উল্লাং-এর পা ভেসে যায়। উত্তেজিতরা গাড়িটিতে আগুন দিয়ে গাড়িটি জ্বালিয়ে দেয়। ঘটনাস্থল থেকে এক কিলোমিটার দুরে গাড়ির চালক প্রদীপ নাদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। জানা যায় যে, গাড়ির চালক প্রদীপ নাদের। বাড়ি কুমারঘাটের প্রতিয্যবাড়ি এলাকায়।

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের কাছে আরসিবির বিজয় উৎসবের সময় ঘটে বিপর্যয়

বেঙ্গালুরুতে পদদলিত হয়ে শিশু সহ নিহত ১১, আহত বহু, প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

বেঙ্গালুরু, ৪ জুন : বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএল ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উদযাপনের সময় পদদলিতের ঘটনায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে একজন শিশু রয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে।বুধবার দলের জয় উদযাপন করতে হাজার হাজার আরসিবি ভক্ত স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় করেন। বিভিন্ন গেট দিয়ে দ্রুত স্টেডিয়ামে প্রবেশের চেষ্টার সময় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানীয় বৌরিং হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, তবে রাস্তায় অতিরিক্ত ভিড় থাকায় চিকিৎসা কেন্দ্রে ভিড় থাকায় চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটেছে।

ঘটনার বিষয়ে কর্ণাটক বিধান পরিষদের সদস্য হরিপ্রসাদ বি কে 'এক্স'-এ লিখেছেন, "আরসিবি ক্রিকেট দলের বিজয় মিছিলে পদদলিতের ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। কয়েকজন আহতের অবস্থা গুরুতর। সরকার যেন

দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। নিহতদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।"*ঘটনার সময়, এক ভক্ত স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢোকার জন্য গেট বেয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন এবং তাঁর পা ভেঙে যায়।পুলিশের বিপুল সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকলেও বিশাল ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। অনেক মানুষ গাছ বেয়ে উঠে ডালে বসে অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করেন। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার সমস্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ পায়নি।ঘটনাস্থল সম্পর্কে কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেন, "আমি পুলিশ কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। পরে হাসপাতালে যাব, তবে এখন চিকিৎসকদের কাজে বাধা দিতে চাই না। এখনও সঠিক সংখ্যা বলা যাচ্ছে না। আমরা মানুষের কাছে শান্ত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। অনুষ্ঠান মাত্র ১০ মিনিটেই শেষ করি। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছিল। আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।"প্রথমে পরিকল্পনা করা হলেও নিরাপত্তার কারণে বিধান সৌধ থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম পর্যন্ত বিজয় মিছিল বাতিল করেছিল কর্ণাটক সরকার। মঙ্গলবার রাত থেকেই পুলিশ ভক্তদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজ করছিল। বিধান সৌধ চত্বরে সরকারি সংবর্ধনা দেখতে বহু মানুষ জড়ো হন, তখন ভিড় সামলাতে হালকা লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ।বুধবার বেঙ্গালুরুতে হ্যাল বিমানবন্দরে পৌঁছালে উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকু মার নিজে খেলোয়াড়দের স্বাগত জানান। তিনি প্রতিটি খেলোয়াড়কে ফুলের তোড়া দেন এবং বিশেষভাবে বিরাট কোহলিকে আরসিবি দলীয় পতাকা ও কর্ণাটক রাজ্যের পতাকা উপহার দেন।মঙ্গলবার আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আইপিএল ফাইনালে আরসিবি ছয় রানে পাঞ্জাব কিংসকে পরাজিত করে তাদের ১৮ বছরের আইপিএল ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জিতে নেয়। এই জয় ছিল বিরাট কোহলির জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যিনি শুরু থেকেই এই দলের সঙ্গে যুক্ত।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর শোকবার্তায় বলেন, "বেঙ্গালুরুর এই দুর্ঘটনা হৃদয়বিদারক। যাঁরা প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা।

সত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751